বিনা ওযরে সিয়াম ভঙ্গকারীর শাস্তি

বৈধ অজুহাত ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে রমাদান মাসে সিয়াম ভঙ্গ করেছে এমন ব্যক্তির পার্থিব শাস্তি।

যে সিয়াম ভঙ্গ করে কিন্তু অস্বীকার করে না ও বিশ্বাস করে— এটি ফরজ বিধান; তাকে বেত্রাঘাত করা হবে বা রমাদানে দিন বেলা খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হবে অথবা কাজী (মুসলিম বিচারক) সিদ্ধান্ত নিয়ে শাস্তি দিবেন।

আর যে হালাল মনে করে সিয়াম তরক করে, তাকে হত্যা করা হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া رَحِمَهُ ٱللَّهُ বলেন,

"إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ، وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهِ اسْتِحْلالاً لَهُ؛ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقاً عُوقِبَ عَنْ فِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ" [مجموع الفتاوى]

"যে ব্যক্তি রমাদানে সিয়াম রাখেনা ও সিয়াম ভাঙ্গা হালাল মনে করে অথচ সে জানে এটা হারাম, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব। আর ফাসেক হওয়ার কারণে সিয়াম না রাখলে তাকে ইমামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে।" [মাজমূউল ফাতাওয়া]

মুস্তাহাবসমূহ

সিয়ামের মুস্তাহাব অনেক। যেমন —

১. সাহরি: সুবহে সাদিকের সময়ে সাহরি খাওয়া উত্তম।

২. দোয়া: সাহরী ও ইফতারে দোয়া করা।

৩. দ্রুত ইফতার: সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা।

৪. বিজোড় খেজুর দ্বারা ইফতার করা: সম্ভব না হলে কয়েকটি দ্বারা, সেটাও না হলে পানি দিয়ে ইফতার করা।

৫. সিয়ামকারীদের ইফতার করানো।

৬. নফল আমল: তারাবি, তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত, সদাকাহ, ই'তিকাফ ইত্যাদি।

৭. মসজিদে জামাতে সালাত আদায়।

এছাড়া অন্যান্য নফল আমলসমূহ।

মাকরূহসমূহ

১. বৈধ জিনিস অপচয়: অযুতে অতিরিক্ত পানি খরচ; প্রয়োজন ছাড়া খাবার আস্বাদন করা ইত্যাদি।

২. মুস্তাহাব তরক: সাহরী আগে খাওয়া, ইফতার দেরিতে করা।

৩. অহেতুক কথাবার্তা: আল্লাহর জিকির না করে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা

৪. নিন্দিত আচরণ: গীবত ও চোগলখোরি করা, মিথ্যা ও অশ্লীল কথা বলা এবং হারাম কিছু দেখা।

এছাড়াও অন্যান্য মাকরূহ কাজ।

সিয়াম রেখে বৈধ কাজ

১. গোসলে বিলম্ব: জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তি, নারীদের হায়েজ-নেফাস অবস্থায় ফজরের পরে গোসল করা।

২. কিছু গিলে ফেলা: যা থেকে বিরত থাকা অসম্ভব। যেমন: থুথু, ধুলাবালি ইত্যাদি।

৩. খাবারের স্বাদ গ্রহণ: রান্না অথবা শিশুকে খাওয়ানোর সময় জিহ্বায় স্বাদ নেয়া।

৪. আতর বা খাবারের ঘ্রাণ শোঁকা।

৫. গোসল করা এবং সাতার কাঁটা।

৬. ঔষধ ব্যবহার: যা পেটে যায় না। যেমন— শিরা বা মাংশপেশীতে ইনজেকশন দেয়া।

সিয়াম ভঙ্গের কারণ

১. পানাহার।

২. স্ত্রী সহবাস।

৩. ইচ্ছাকৃত বমি।

৪. নারীদের হায়েজ বা নেফাস।

৫. হিজামা[১] বা cupping therapy এর মাধ্যমে রক্তক্ষরণ: রসুলুল্লাহ صَلَّىٱللَّهُعَلَيۡهِوَعَلَىٰٓاٰلِهِوَسَلَّمَ বলেছেন: «أفطر الحاجم والمحجوم» "যারা হিজামা করে ও করায় তাঁদের সিয়াম ভেঙ্গে যায়।" [আবু দাউদ]

৬. সিয়াম ভাঙ্গার নিয়ত করা, যদিও না ভাঙ্গা। কারণ নিয়ত হচ্ছে সিয়ামের রোকন।

পরিশেষে, আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সিয়াম, কিয়াম, জিহাদসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন, আগামী রমাদানে আমারা যেন একত্রিত হতে পারি ইসলামি খিলাফাহর ছায়াতলে। বাগদাদ ও দামেস্ক আমাদের জন্য বিজয় করে দেন এবং তাগুতের কারাগার থেকে আমাদের বন্দী ভাইবোনদের মুক্তি দেন...

সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের প্রতি।

---

১. বুখারির এক হাদিসে এসেছে ইবনু 'আব্বাস رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ বলেন, "নবী صَلَّىٱللَّهُعَلَيۡهِوَسَلَّمَ মুহরিম ও সয়িম অবস্থায় হিজামা করিয়েছেন।"

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম আল্লাহর রসুল, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি। অতপর,

রমাদানের সিয়াম ইসলামের স্তম্ভসমূহের একটি। পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার জন্য সকলের এই রোকনটি আদায় করা জরুরী। আর বিধিবিধান জানার মাধ্যমেই সিয়াম সঠিক ভাবে রাখা সম্ভব।

সিয়ামের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ: সিয়াম আরবি শব্দ। অর্থ কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। যেমন পানাহার, কথা বা কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى বলেন,

﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً﴾ [مريم: ٢٦]

﴿যদি কোনো মানুষ দেখো তাহলে বলবে, 'আমি রহমানের জন্য সওম (মৌনতার) মানত করেছি, তাই আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলব না'।﴾ এখানে সওম শব্দটি 'কথা না বলা' অর্থে এসেছে। [লিসানুল আরব]

শারয়ী পরিভাষায়: নিয়তের সাথে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস (সিয়াম ভঙ্গের কারণ) থেকে বিরত থাকা।

সিয়ামের হুকুম

রমাদান মাসের সিয়াম ইসলামের একটি রোকন যা কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা অনুযায়ী প্রত্যেক মুলিমের উপর ওয়াজিব (ফরজ) আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]

﴿হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।﴾ [বাকারাহ: ১৮৩]

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]

﴿রমাদান, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক, সুস্পষ্ট হিদায়াহ ও (সত্য মিথ্যার) পার্থক্যকারী কুরআন। তোমাদের কেউ এ মাসটি পেলে সে যেন সিয়াম রাখে।﴾ [বাকারাহ: ১৮৫]

রাসুলুল্লাহ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ آلِهِ وَسَلَّمَ বলেন,

(بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ إِقَامِ الصَّلاةِ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) [متفقٌ عليه]

"ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি, (১) সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল, (২) সালাত কায়েম, (৩) যাকাত প্রদান, (৪) হজ্জ এবং (৫) রমাদানের সিয়াম।" [বুখারি ও মুসলিম]

"ইজমাগতভাবে রমাদানের সিয়াম মুসলিমদের উপর ফরজ, যে তা অস্বীকার করবে সে (মুরতাদ) কাফির।" [মারাতিবুল ইজমা]

ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ৬টি

১. মুসলিম: সিয়াম কাফিরের উপর ওয়াজিব না।

২. বুদ্ধিমান: পাগলের জন্য সিয়াম ওয়াজিব না।

৩. বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক: শিশুদের সিয়াম জরুরি না। মুস্তাহাব হল, তাকে সিয়ামে অভ্যস্ত করা; যাতে বালেগ হলে রাখতে পারে।

৪. সুস্থ: সিয়ামের কারণে অসুস্থতা বৃদ্ধি বা আরোগ্যে বিলম্ব হলে সিয়াম ফরজ না।

৫. মুকিম বা স্থায়ী: মুসাফিরের জন্য সিয়াম ওয়াজিব না। তবে মুস্তাহাব— সক্ষম হলে আদায় করা।

৬. সামর্থ্যবান: অক্ষমের জন্য সিয়াম ওয়াজিব না। যেমন: বার্ধক্যে উপনীত ব্যক্তি; এমন অসুস্থ যার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই; গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা, যিনি সিয়াম রাখলে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে।

সিয়ামের রোকন

১. নিয়ত করা মনে মনে: রমাদান মাসের প্রথম দিন নিয়ত করে রাখাই যথেষ্ট। সাহরীর জন্য জাগ্রত হওয়া ও ফজরের পর থেকে পানাহার না করার মাধ্যমে নিয়ত হয়ে যায়।

২. নিষিদ্ধ কাজ: যেমন— পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

৩. সময়সীমা: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

সিয়ামের ফজিলত

রাসুলুল্লাহ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ آلِهِ وَسَلَّمَ বলেন,

(من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه) [رواه البخاري]

"কেউ ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাদানের সিয়াম রাখলে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" [বুখারী]

এ হাদিসটিতে রাসুল صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ রমাদানে সিয়াম পালনকারীকে ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন দু'টি শর্তে।

ঈমানের সাথে: আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى তাঁর বান্দার উপর সিয়াম ফরজ করেছেন তাই আপনার নিয়ত ছিল রমাদানে সিয়াম রাখবেন, তবে রমাদান আসলে অসুস্থতা বা অন্য কোনো বৈধ কারণে সিয়াম রাখতে না পারলেও শর্তটি আদায় হয়ে যাবে। সওয়াবের আশায় রমাদানে সিয়াম রেখেছেন আল্লাহর প্রতিদান ও সওয়াবের আশায়, কাউকে দেখানো বা জানানোর উদ্দেশ্যে করেননি তাহলে আপনি হাদিসের এই অংশটিও আদায় করলেন। আর এ দু'টি বিষয় পূর্ণ হলে হাদিসে বর্ণিত সুসংবাদ আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ।

সিয়ামের হিকমাহ

সিয়াম রাখা অনেক উপকারী। মুসলিমদের জন্য সিয়াম ওয়াজিব করার প্রধান কারণ ও সবচেয়ে বড় হিকমাহ হচ্ছে 'তাকওয়া'। যাতে মুসলিমরা আল্লাহর আদেশ মানতে ও নিষেধ থেকে বিরত থাকতে পারে। তিনি سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى বলেন, ﴿হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।﴾ তাকওয়া অবলম্বন মানে, তোমরা যাতে আল্লাহকে স্বরণ করে হারাম থেকে বাঁচো ও ওয়াজিব বিধানসমূহ আদায় করো।

তরককারীর হুকুম

রমাদানে অসুস্থতা, সফর বা অন্য কোনো বৈধ কারণে সিয়াম না রাখতে পারলে গুনাহ হবে না।

আর শারয়ী ওযর ব্যতীত তরক করলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে, যদি অলসতা বা খাহেশাতের কারণে না রাখে; কিন্তু সিয়ামকে ওয়াজিব ও ইসলামের রোকন বলে স্বীকার করে তাহলে সে কবীরা গুনাহকারী। আর যদি প্রকাশ্যে পানাহার করে তাহলে সে গুনাহ প্রকাশের কারণে ফাসিক।

হাফিজ যাহাবী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন,

"وعند المؤمنينَ مقرَّرٌ: أنَّ مَنْ تَرَكَ صومَ رمضانَ بلا مرض ولا غرض -أي بلا عذر يبيح ذلك- أنَّه شرٌّ من الزاني ومدمن الخمر" [الكبائر]

"মুমিনদের কাছে স্পষ্ট, কেউ অসুস্থতা বা কোন বৈধ কারণ ব্যতীত রমাদানের সিয়াম না রাখলে সে যিনাকারী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট।" [আল-কাবাইর]

তবে যে সিয়ামকে অস্বীকার করে। যেমন বলে, 'ইসলামে সিয়াম বলতে কিছু নেই' ফুকাহাদের ঐক্যমত্যে সে কাফির। কেননা সিয়াম হচ্ছে দ্বীনের ওয়াজিব বিধান ও ইসলামের স্তম্ভসমূহের একটি। কাজেই যে তা অস্বীকার ও ভঙ্গ করাকে হালাল মনে করে, তার আসলুদ দ্বীন নষ্ট হয়ে যায়।